60

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 21 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম ... 6 ....

জাতীয় শিক্ষক কনভেনশন

দেশের ভাগ্য উন্নয়নে শিক্ষকদেরই দায়িত্ব নিতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শিক্ষকদের উদ্দেশে এফবিসিসিআই সভাপতি সালমান এফ রহমান বলেছেন, দেশের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতি আমরা মেনে নিতে পারি না। দেশের এই অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে। আর সেই প্রতিবাদেও যদি কাজ না হয়, তাহলে সম্মিলিতভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই প্রতিরোধ আন্দোলনে দেশের শিল্প ও বণিক সমিতি এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা দেয়া হবে।

শনিবার দুপুরে কলাবাগান ক্রীড়াচক্র মাঠ প্রাঙ্গণে জাতীয় শিক্ষক কনভেনশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনাব

(শেষ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

দেশের ভাগ্য উন্নয়নে

(প্রথম পাতার পর)

রহমান এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শেখ আমানুল্লাহর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই কনভেনশনে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ও মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব ও কলেজ শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারি অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ।

সালমান এফ রহমান বলেন, দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন। দেশের ভাগ্য উন্নয়ন করার দায়িত্বও তাঁদেরই। কিন্তু তারা যখন সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন, তখন দেশের ভাগ্য উন্নয়নে শিক্ষকদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। দেশকে সুখী সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসাবে গড়ে তোলার প্রথম দায়িত্ব শিক্ষকদের। যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদও শিক্ষকরা আগে করবেন। তিনি বলেন, যতদিন আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত না হবে যত দিন দারিদ্র্য মোচন না হবে তত দিন আমরা স্বাধীন হয়েছি বলে মনে করতে পারি না। আমাদের ভৌগলিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবহেলা করার কারণে শিক্ষকতায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা আসে না। তিনি বঙ্গবন্ধু সরকার আমলে প্রণীত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করেছেন। তিনি শিক্ষকদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন না করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা শিক্ষকরা কারও পক্ষে বা বিপক্ষে নই।

কনভেনশনের দ্বিতীয় অধিবেশনে শেখ আমানুল্লাহকে সভাপতি এবং সেলিম ভূইয়াকে মহাসচিব করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ৪৯ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। সমিতির ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ৯ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী জেলা প্রশাসকদের কাছে সংশ্লিষ্ট জেলার শিক্ষক প্রতিনিধিগণ স্মারকলিপি পেশ করেন।